বিসমিহি তায়ালা

মুসাইবা

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ

নিয়ন পাবলিকেশন

মুখবন্ধ

সময়ের পরিক্রমায় চলে আসছে সত্য-মিথ্যার লড়াই। অসমাপ্তির এই লড়াইয়ে ‘সত্য’ সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও—পরক্ষণেই মিথ্যাকে লাঞ্ছিত এবং অপদস্থ করেছে। মিথ্যা কখনোই টিকে থাকতে পারেনি সর্বময়। ধসে পড়েছে ঠুনকো দেয়ালের মতো।

তবুও থেমে থাকেনি সত্য-মিথ্যার এই আক্রমণাত্মক পথচলা। কখনো থামারও নয়। এই পথচলা সমাপ্ত হবে সেদিন—মহান রব যেদিন রায় ঘোষণা করবেন। মিথ্যা-অন্যায়, শাস্তির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। সত্য-ন্যায়, পরম শান্তিতে নিজ প্রাসাদে অবস্থান নেবে।

সময়ে সময়ে চলে আসা মিথ্যার ঝঞ্ঝাটের একটি ‘নারীবাদ’। খালি চোখে খানিকটা বিজয়ী মনে হলেও—পরক্ষণেই তার পরাজয়টা সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। দেখতে পারা যায়, সত্যের বিজয়চিহ্ন। তারই ধারাবাহিকতায় নুসাইবা।

দীর্ঘদিনের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব নিয়েছেন ‘নিয়ন পাবলিকেশন’। দায়িত্ব নিয়ে সম্পাদনা করেছেন প্রিয় উস্তাদ মুফতি উবায়দুল হক খান সাহেব হাফি.। কিছু ভুল; চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন হিউম্যান বিয়িং প্রণেতা ইফতেখার সিফাত হাফি. এবং বিশিষ্ট কলামিস্ট আসিফ মাহমুদ হাফি.।

সার্বিকভাবে চেষ্টা করেছি নির্ভুল রাখার। কিন্তু বান্দার কোনো কাজই তো ‘লা রইবা’ নয়। ভুলগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এর মধ্যে ভালো যা আছে—আল্লাহর পক্ষ থেকে। ভুলগুলো বান্দার পক্ষ থেকে, নিতান্তই অপারগতা হিসেবে। আল্লাহ তাআলা ভুলগুলো ক্ষমা করুন, এবং উপকারী অংশকে কবুল করুন!

বিনীত
আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ

সম্পাদকের কলম থেকে

হক-বাতিলের লড়াই চিরন্তন। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ চলে আসছে যুগ-যুগান্তর। আলো-আঁধারির খেলা চলছে কাল-কালান্তর। সত্যের আলো ফুটে উঠামাত্রই মিথ্যার আঁধার পালাবে এটাই স্বাভাবিক। সত্য-সুন্দরের আলো সহ্য করতে পারে না মিথ্যা-অসুন্দরের কালো।

ইসলাম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন চিরস্থায়ী নাজাত ও মুক্তি, কল্যাণ ও সফলতার দিকনির্দেশনা দিয়েছে। সে কল্যাণ ও সফলতার সবক হাসিলের জন্য যেতে হবে কুরআন-হাদিসের কাছে। কুরআন-হাদিসকে নিজের যুক্তির চোখ দিয়ে দেখলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই শতভাগ। তাকে দেখতে হবে বিশ্বাসের চোখ দিয়ে।

বিশ্বাসী চোখ সবাই অর্জন করতে পারে না। খুব কম মানুষের চোখই বিশ্বাসী হতে পেরেছে। যারা তাদের দুটি চোখকে বিশ্বাসী করতে পারে তারাই সফলতা অর্জন করে। এমন বিশ্বাসী চোখের অধিকারী ছিল নুসাইবা। চলুন নুসাইবাতে প্রবেশ করি...।

আমার ছাত্রদের মধ্যে যারা ভালো লিখছে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ তাদের অন্যতম। তার পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পড়েছি। কয়েকটি জায়গায় সংশোধন করে দিয়েছি। প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শও দিয়েছি। আশা করি জাতীকে সে ভালো কিছু উপহার দেবে। সে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। আল্লাহ কবুল করুন!

উবায়দুল হক খান
১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঈ.

মূল্যায়ন

আমাদের যুগের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রচারণার যুগ। আমাদের চিন্তায়, মননে, গ্রহণে ও বর্জনে প্রচারণার অনেক বড় একটি প্রভাব আছে। আর আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রচারণায় পশ্চিমা কিংবা ইসলামবিদ্বেষীদের আধিপত্যই বেশি। ফলে নারীসংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব ফেলতে এই প্রচারণা অত্যন্ত বেশি প্রভাব ফেলেছে।

আমরা নারীর সেই রূপকে এখন ঘৃণা করতে শিখছি যেই রূপ মহান আল্লাহ তাআলা তাকে নেয়ামত হিসেবে দিয়েছেন। আমাদের কাছে পশ্চিমা সভ্যতার নারী রূপটাকেই এখন সফল ও উন্নত মনে হচ্ছে। চাই সে রূপটা নারীর নারীত্বের ওপর যত অবিচার ও শোষণই চালাক না কেন। নারী সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলাম না নারীর নারীত্বের উপর শোষণ করেছে, আবার না নারীর দায়িত্ব ও অধিকারের ব্যাপারে অবিচার করেছে। বরং ইসলাম নারীর স্বভাবজাত প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল এক রূপরেখা দান করেছে।

কিন্তু পশ্চিমা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের নারীসমাজ আজকে নিজেদের স্বভাবজাত প্রকৃতিবিরোধী এক চিন্তা-চেতনা লালন করতে শুরু করেছে। যা তাদেরকে স্বাধীনতার নামে পরাধীনতায়, উন্নতির নামে অবক্ষয় ও সমতার নামে নিজের উপর অবিচার করার মত জঘন্য সব পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে এসব প্রচারণা তাদের সামনে নারী সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে জুলুম ও অবিচার হিসেবে উপস্থাপন করছে।

বক্ষমান বইটিতে নারী সংক্রান্ত ইসলামের কিছু দৃষ্টিভঙ্গিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন লেখক, গল্পের আকারে। যে গল্পে নুসাইবা নামক একজন মেয়েকে প্রধান চরিত্রে রাখা হয়েছে। বইটি আমি কেবল সাধারণ চোখে খুব দ্রুত পড়ে দিয়েছি। এরই মধ্যে বেশকিছু সমস্যা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, যা লেখক দূর করেছেন।

সূচিপত্র

১। প্রদীপ্ত পথের সন্ধানে ১০

২। 'স্ত্রী' দাসী নাকি পরিচ্ছদ? ১৫

৩। স্রষ্টা কি পুরুষতান্ত্রিক? ২২

৪। কুরআন কি পুরুষকেন্দ্রিক? ২৬

৫। বোরকা সমাচার ৩০

৬। পুরুষের হুর, নারীর জন্য কী? ৩৪

৭। ইসলাম কি নারীকে ঠকিয়েছে? ৩৮

৮। উত্তরাধিকার প্রশ্নে নারীর প্রাপ্য ৪২

৯। মহর কি বিয়ে ঠেকানোর জন্য? ৪৬

১০। নারীর কি ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই? ৫১

১১। নারীকে কি শষ্যক্ষেত্র বলা হলো? ৫৫

১২। ইসলাম কি বিধবা বিবাহে অনুৎসাহিত করে? ৫৯

১৩। পিরিয়ড ৬৪

১৪। নারী নবি নয় কেন? ৬৯

১৫। নারীর সালাত ভাবনা ৭২

১৬। নুসাইবার বিয়ে ৭৫

১৭। অদৃশ্য ফাঁদ ৭৯
১৮। ধর্ষণ এবং বৈবাহিক ধর্ষণ ৮২
১৯। নারীর পর্দা ৮৮
২০। ইসলাম কি নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে? ৯২
২১। নারী-কুকুর-গাধা ৯৬
২২। ইসলাম কি মায়ের সম্মান দেয়নি? ১০০
২৩। নারীস্বাধীনতা কি নারীর মুক্তি? ১০৪
২৪। হিন্দুধর্মে নারী ১০৮
২৫। বোধোদয় ১১২
২৬। পরিবর্তনের সূচনা ১১৫
২৭। আমার বিশ্বাস ১১৮

ফাইজা : ইসলামপূর্ব যুগে একজন নারী ছিল শুধুই ভোগপণ্য। তখন বাজার বসত নারীবিক্রির। লুটপাট করে কাফেলার নারীদের বিক্রি করা হতো—সস্তা পণ্য হিসেবে। যখন যে, যেভাবে চাইত ভোগ করতে পারত। নিজ স্ত্রীকে খেলার বস্তু করতে দ্বিধা করত না। স্ত্রীকে বাজি রাখত। উপহার হিসেবে দিয়ে দিত। কন্যাসন্তান জন্মালে তা নিজের জন্য অভিশাপ ভাবত। পরিণামে জীবন্ত দাফন করে দিত। এমনই ঘটত ইসলামপূর্বযুগে একজন নারীর সাথে।

নুসাইবা : আচ্ছা থাম তো। তুই যে এসব বলছিস; এসবের কোনো প্রমাণ আছে, তোদের কুরআন ছাড়া?

ফাইজাকে থামিয়ে প্রশ্ন করল নুসাইবা।

ফাইজা : নুসাইবা, প্রথমত প্রমাণ হিসেবে আমাদের কাছে কুরআনই যথেষ্ট। আর তোর বোঝার জন্য অমুসলিম এবং নাস্তিক ঐতিহাসিকদের কিছু কথা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

রবার্ট স্পেন্সার, স্যার উইলিয়াম মুর, গিবন, তাদের বর্ণনায় উল্লেখ করেন—ইসলামপূর্ব আরব ছিল রুক্ষ। নারীদের জন্য হিংস্রতা আর ভীতির এক কলঙ্কময় ইতিহাস। নারীদের নারী কম পণ্য ভাবা হতো অধিক। রুক্ষতা ছিল তাদের প্রতি পুরুষদের চিরাচরিত অভ্যাস। তাদেরকে বন্ধক রাখা হতো। কন্যাসন্তান হলে জীবন্ত দাফন করা হতো।[১]

কিন্তু দেখ—ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে। বলা হয়েছে—'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাসন্তানকে লালনপালন করল, তাদেরকে আদব শিক্ষা দিল; বিয়ে দিল এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করল—তার জন্য রয়েছে জান্নাত।'[২]

অন্যত্র বলা হয়েছে—'যার কন্যাসন্তান জন্মাল; অতঃপর সে তাকে কষ্ট দেয়নি, অসন্তুষ্ট হয়নি, এবং পুত্রসন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য দেয়নি, সে সেই মেয়ের কারণে জান্নাতে যাবে।'[৩]

---

[১] Badruddoza, Muhammad (sm) : His Teachings and Contribution, p. 39; Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, 6th edition, 2009.
Robert Spencer, The Truth About Muhammad, p. 34; An Eagle Publishing Company, Washington, DC, 2006.
Sir William Muir, Life of Mahomet, p. 509, london, 1858.

[২] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৫১৪৬।

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৫৯৯১।

নুসাইবা : আচ্ছা ফাইজা, তুই যে এতসব ফজিলতের কথা বলছিস, এর সবই তো পিতার জন্য। এতে নারীর মর্যাদা কোথায় বৃদ্ধি পেল? ফাইজা : আচ্ছা নুসাইবা, তুই খেলা দেখিস?

নুসাইবা : হুম দেখি তো।

ফাইজা : খেলায় জিতলে খেলোয়াড়দের অভিনন্দন কেন জানাস?

নুসাইবা : তারা আমাদের দেশকে, দলকে সম্মানিত করছে সকলের সামনে। তাদের দ্বারা দেশের সম্মান বাড়ছে—সেজন্য।

ফাইজা : আচ্ছা এতে কি খেলোয়াড়দের সম্মান বাড়ে?

নুসাইবা : হুম।

ফাইজা : কেন বাড়বে? তারা তো দেশের সম্মান বাড়াচ্ছে, তাতে তার সম্মান বাড়বে কেন?

নুসাইবা : তার জন্যই তো দেশ সম্মানিত হচ্ছে, তার সম্মান বাড়বে না কেন—অবশ্যই বাড়বে।

ফাইজা : আচ্ছা তাহলে দেখা গেল যার জন্য কেউ সম্মানিত হয় সে নিজেও সম্মানিত হয়।

নুসাইবা : হুম হয়।

ফাইজা : তাহলে এখানে কেন এমন ব্যাখ্যা হবে, মেয়ের জন্য পিতা সম্মানিত হলেও মেয়ে সম্মানিত হবে না?

নুসাইবা : ফাইজা, আসলে কী জানিস; মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্যাদার কথা বলেছেন—কারণ, তিনিও কন্যাসন্তানের জনক ছিলেন। অন্যথায় কখনো এ কথা বলতেন না।

ফাইজা : এটাও তোর ভুল ধারণা। তিনজন পুত্রসন্তান জন্মেছিল তাঁর। মেয়ে চারজন। তিনি তো নিজেও একজন পুরুষ ছিলেন, তারপরও কেন বললেন না—‘পুরুষ সন্তানকে লালনপালন করলে জান্নাতে দেওয়া হবে?’

নুসাইবা : আচ্ছা ফাইজা, কুরআন-হাদিসের যে বিষয়গুলো নিয়ে তোকে প্রশ্ন করলাম, এসব তো কোরআনেরই অংশ। এগুলো দিয়েই মানুষ কীভাবে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে?

ভার্সিটি থেকে ফেরার সময় ফাইজাকে উদ্দেশ্য করে নুসাইবার প্রশ্ন।

ফাইজা : নুসাইবা, একটি প্রসিদ্ধ কথা আছে না—'অল্প বিদ্যা ভয়ংকর?'

নুসাইবা : হুম। তো?

ফাইজা : তোর হয়েছে সে অবস্থা। প্রথমত, শুধু অনুবাদ পড়ে অনেককিছুই তুই বুঝতে পারবি না। সেজন্য উচিত তোর নিজস্ব চিন্তাভাবনার জগৎটাকে যাচাই করা। বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বের পর্দাটা উঠিয়ে ফেলা।[৪]

তারপর কুরআনুল কারীমের তরজমার সাথে সাথে শানে নুজুল, তাফসিরও পড়া। নয়তো তোকে বিভ্রান্তির জন্য কোরআনের একটি আয়াতই যথেষ্ট। যেমন—নারীরা তোমাদের শস্যক্ষেত।'

নুসাইবা : আচ্ছা তাহলে আমি যদি কুরআন বুঝতে চাই—কীভাবে শুরু করলে ভালো হবে?

ফাইজা : প্রথমেই কুরআন কারিম অধ্যয়ন শুরু করলে বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রচুর। সেজন্য সবচেয়ে ভালো হয় আরবি শিখে আরবিতে কুরআন বুঝে নেওয়া। এটা হবে সবচেয়ে উত্তম পন্থা। তা ছাড়াও যদি পড়তে চাস তাহলে 'তাফসিরে মারেফুল কুরআন' পড়তে পারিস। শানে নুজুল, তাফসিরসহ পড়তে পারবি। বিভ্রান্তির আশঙ্কা ক্ষীণ।

নুসাইবা : আচ্ছা অনুবাদক, সংগ্রাহক, বর্ণনাকারী, সিরাত রচনাকারী এদের সব পুরুষরাই কেন—নারীরা কেন হতে পারে না?

ফাইজা : কেন নয়! সর্বোচ্চ হাদিস বর্ণনাকারীদের দ্বিতীয়জন হজরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা। তা ছাড়া হাফসা রাদিআল্লাহু আনহাসহ আরও অনেক নারী সাহাবী হাদিস বর্ণনা করেছেন। সিরাতও লিখেছেন অনেকে।

[৪] বর্তমান পুরো বিশ্বের মনস্তত্ত্বে রাজত্ব করা পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের মানসিকতা এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছে যে আমরা তাদের মতোই ভাবি; যার ভিত্তি ন্যায়ের ওপর নয়—ইচ্ছার ওপর। যা কোরআনের বিপক্ষেই সবক দেয় আমাদের সবসময়।

নুসাইবা আজ বোরকা পরে এসেছে। অন্যকে বোরকা না পরার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী মেয়েটি আজ নিজেই বোরকা পরিহিতা। অনেকে অনেককিছুই বলাবলি করছে। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলছে—'সূর্য আজ কোনদিকে?' এসব নিয়ে কানাকানি হবে নুসাইবা তা আগ থেকেই জানে। তাই তেমন কান দিচ্ছে না সেসবে। তা ছাড়া কেউ সরাসরি তাকে কিছু বলতেও আসেনি।

এক সময় শার্ট-প্যান্ট পরে একমঞ্চে বক্তৃতা দিত নুসাইবা আর রেশমি। বিতর্ক করত নাস্তিকতার পক্ষে। রেশমি আজ প্রিয় বান্ধবীকে এভাবে দেখে কঠিনভাবে দুঃখ পেল। তাই কিছু না বলে বেশিক্ষণ টিকতে পারল না।

রেশমি : নুসাইবা, আজ হঠাৎ বোরকা পরে এলি যে?

নুসাইবা : পরলাম। তাতে সমস্যার তো কিছু দেখছি না।

রেশমি : হাত-পা-মুখ ঢেকে ভূত সাজা কেমন দেখায় বল! আরে, জীবনটাকে উপভোগ কর! এসব গোঁয়ার্তুমি বাদ দে। ক্লাস শেষে চল, একটা পার্টি আছে।

নুসাইবা : রেশমি, বস তো! আমার কথা শোন একটু! আমি আমার আজকের আর পূর্বের একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করি তোর সাথে। জানিস তো আমি আর ফাইজা প্রায়ই একসাথে আসি। ও বোরকা পরে আসে। ওর সাথে যখন আসি তখন ছেলেরা তেমন কোনো ইভটিজিং করে না। কিন্তু যেদিন একা আসি, অনেক বেশি ইভটিজিংয়ের শিকার হই। আর ইভটিজিং একটা মেয়ের পক্ষে কতোটা ক্ষতিকারক—এটা তুই ভালো বুঝিস। কিন্তু আজ যখন আমি ভার্সিটিতে এলাম, একাই ছিলাম। কেউ আমাকে কিচ্ছু বলেনি। ইভটিজিংও করেনি। বুঝতেই পারছিস ভয়ংকর একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেলাম। ধরে নিলাম ছেলেরা খারাপ কিছু করত না। কিন্তু ভয় তো একটা থেকেই যাচ্ছে—যদি খারাপ কিছু করে বসে? বোরকা পরার মাধ্যমে সে ভয়টা না থাকলে, খারাপ কী?

রেশমি : তোদের ধর্ম পরতে বলে দেখে তোরা বোরকা পরিস, এসব ভেবে পরিস না।

নুসাইবা : হুম ঠিকই বলেছিস। তবে তোর জানা দরকার আমাদের ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।

৭

ইসলাম কি নারীকে ঠকিয়েছে?

১৪

নারী নবি নয় কেন?

১৮

ধর্ষণ এবং বৈবাহিক ধর্ষণ